হঠাৎ রঁদেভুঁ

অমিতেশ মাইতি

দীপক ভাবছিল, নীপা এরকম কেন! কোনওদিন ঠিক সময় আসতে পারে না? অপেক্ষায় পথে দাঁড় করিয়ে রেখে কী আনন্দ পায় কে জানে।

শিখা ভাবছিল, কী আশ্চর্য ছেলে এই রণো! রোজ ওর জন্য অপেক্ষা প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। রাস্তায় এ সময় যে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে...কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই।

দীপক ও শিখার আলাপ নেই। পরস্পরকে মুখে চেনে মাত্র। একজন নীপার জন্য অন্য জন রণোর জন্য সপ্তাহে চারদিন এভাবেই অপেক্ষা করে আসছে একই জায়গায়। এক সময় নীপা ও রণো এলে— দীপক নীপাকে নিয়ে লেকের দিকে, শিখা রণোকে নিয়ে পার্কের দিকে হাঁটা দেয়।

এখন দীপক ঘড়ি দেখছে ঘনঘন। বারবার চোখ পড়ে যাচ্ছে শিখার চোখে। মেয়েটার ঠোঁটের কাছে তিলটা বেশ দেখায়। শিখাও দেখছে আর ভাবছে, ছেলেটাকে দাড়ি না কাটলেই ভাল লাগে বেশি।

এদিকে বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যের দিকে। অথচ আজ নীপা আছছে না, রণো আসছে না এখনও। অবাধ্য ঘোড়ার মত ফুটপাতে পা ঠুকছে দীপক। রাগে অভিমানে চোখে জল এসে যাচ্ছে শিখার। একটা দিন ফুরিয়ে আসছে। জীবন থেকে একটা বিকেল হারিয়ে যাচ্ছে। আর কখনও তো এই সময়টা ফিরে আসবে না জীবনে।

এত দেরি কখনও হয় না। আজ কি তবে কেউ এলই না? অধীর হয়ে দীপক ও শিখা পরস্পরকে বলে মনে মনে, জানি আপনার খুব খারাপ লাগছে। কষ্ট হচ্ছে। কী করবেন বলুন। কেউ কেউ এরকম অবিবেচক হয় নিষ্ঠুর হয়

কী ভেবে দীপক একসময় এগিয়ে যায় শিখার দিকে। বলে, শুনুন আজ বোধহয় ওরা কেউ আসবে না। অথচ একটু পরেই আমাদের বিকেলটা মনখারাপ রঙের সন্ধ্যের খোলসে ঢুকে যাবে। একে এভাবে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

—আমার সত্যিই খুব কান্না পাচ্ছে। শিখা বলে।

—তার চেয়ে চলুন না আমরা আজ একসঙ্গে কাটাই। তা হলে বিকেলটা বৃথা খরচ হয়ে যাবে না, নষ্ট হয়ে যাবে না। আমরাও হয়তো বেঁচে যাব। সময়টা ভাল কাটবে— মনে মনে একটা চান্স নেওয়া আর কী...।

—কোন দিকে যাবেন, লেকের দিকে? শিখা হেসে জিজ্ঞেস করে।

—আপনি কি পার্কের দিকে? দীপকও হেসে জানতে চায়।

—উঁহু, ওসব না।

—তবে?

—চলুন আমরা আজ আমাদের জন্য একটা নতুন জায়গা খুঁজে বের করি। যেখানে ওরা দু'জন কখনও যায়নি, যাবে না, ভাবতেও পারে না।

—ঠিক তাই! পরে আমরাও হয়তো আর কখনও যাব না।